

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি

ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি
আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাহাদাহকে কবুল করুন

।।আনসারুল্লাহ বাংলা টীম।।

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলের উপর, তাঁর পরিবারের উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং তাদের উপর যারা শেষ দিবস পর্যন্ত সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে।

অতঃপর,

"আর তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না ...?" [সূরা আন-নিসাঃ আয়াত ৭৫]

এই খুতবায় ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) শ্রোতাদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অবমাননাকর এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে মুসলিম উম্মাহপরিত্রাণ লাভ করতে পারবে, তিনি তার উপায়গুলো এখানে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের দ্বীনের মধ্যেই হচ্ছে আমাদের সম্মান'. সুতরাং আমাদেরকেএরদিকে ফিরে আসা উচিত, যদি আমরা পুণরায় (আমাদের ভূমিগুলো) ইসলামিক শারীয়াহ নিয়ে আসতে চাই।

এটি ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)-এর একটি খুতবার বঙ্গানুবাদ।

ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি ২০০৯ এর পহেলা মার্চ পাকিস্তানের ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে **'মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি'** শিরোনামে এই খুতবাহটি দেন।

শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা-মা ইয়েমেনী, সেখানেই তিনি **১১** বছর জীবন যাপন করেন এবং তার প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কলোরডো, ক্যালিফর্নিয়া এবং পরবর্তীতে ওয়াশিংটন ডি.সি. তে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যেখানে তিনি দার আল-হিজরাহ ইসলামিক সেন্টার এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম আলেম (ঈযধঢ়ষধরহ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।তিনি কলোরাডো ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি.এস. করেন এবং সান ডিয়াগো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপের উপর এম.এ. করেন এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এ ডক্টরেট করার সময় তার উপর আমেরিকার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এছাড়াও তাঁর তিনটি সর্বোচ্চ ইসানাদে কুরআন আবৃত্তি করার, ৬টি হাদিসগ্রন্থ থেকে বর্ণনা করার এবং কুরআন, কুরআনের বিজ্ঞান, হাদিস, হাদিসের বিজ্ঞান, তাফসির, ফিকহ, উসুল আল ফিকহ এবং আরবী এর মত বিষয়গুলোর উপর দক্ষতা রয়েছে।

তাঁর অনেকগুলো জনপ্রিয় খুতবাহ আছে যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হচ্ছে **'নবীদের জীবনী'**, **'আখিরাত'** এবং **'মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনী'**। আল্লাহ এই কাজগুলোর জন্য তাঁকে উত্তম পুরুষ্কার দান করুন।

আমরা এই বলে আমাদের ভূমিকা শেষ করতে চাই যে, যে কেউ একটি ভাল কথাকে ছড়িয়ে দিল, সে সেই ভাল কাজের পুরুষ্কারের অংশীদার হয়ে গেল, যদিও সেই ভাল কাজের পুরুষ্কারে কোন কমতি হবে না। আমরা সবাইকে আহ্বান করি, যেন তারা এই কাজগুলো অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয় যাতে অন্যরাও এর থেকে লাভবান হতে পারে। এখানে কোন কপিরাইট নেই, যত ইচ্ছা ছড়িয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,

আমি এখন আপনাদের সাথে ইয়েমেন থেকে কথা বলছি, আর ইয়েমেন এবং পাকিস্তানের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে, কাজেই এক ভূখন্ডের ব্যাপারে কথা বলা যেন অপরটির সম্পর্কে কথা বলারই সাদৃস্য। দুই দেশেই ইসলামের জন্য জনপ্রিয়তা, ভালবাসা ও অনুরক্ততা প্রবল, দুইটিই গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবীদার, দুই দেশই রাজনৈতিক ভাবে অস্থিতিশীল ও

সমস্যায় জর্জরিত, দুই দেশই আমেরিকার সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, দুই দেশই নিজ সীমানায় আমেরিকার ড্রোন হামলার শিকার হবার মধ্যমে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদের রসদ সরবারহ গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হবার মাধ্যমে আমেরিকার কাছে নিজেদের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে এবং দুই দেশই জোচ্চর সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সত্যি বলতে রিবাত থেকে কাবুল পর্যন্ত সর্বত্রই আমাদের দেশগুলোকে এ সকল দস্যুরা নিস্ক্রিয় জনগণের উপর শোষণ চালিয়ে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে রেখেছে।

ভাই-বোনেরা, ধৈর্য্যের সাথে আমার কথাগুলো শুনুন, আমি মনে করি মুসলিম হিসেবে আমাদের একে অপরকে পরামর্শ দেয়া উচিত, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পরস্পরের সাথেআলাপ-আলোচনা করা উচিত, শুধুমাত্র মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে আমাদের কোন উপকারে আসবে না, কাজেই আমরা যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন চাই তবে আমাদের বসে এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং বের করা উচিত আমাদের রোগটা আসলে কোথায়, সে রোগের লক্ষণগুলো কিকিআর কিভাবেবা তা সারানো যায়?

আমাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকারের প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ জাতিয়তাবাদ, গোত্রবাদ, বর্ণবাদ এবং ভাষার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে আছে, তা অতিক্রম করে আসতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই বৈচিত্রতা আমাদের এই উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ছিল।আমাদের মধ্যে যে বৈচিত্র আছে, আমদের যে ভিন্ন ভিন্ন অতীত পরিচয়, যে ভিন্ন জাতীয়তা বা ভাষার যে ভিন্নতা আছে তা আমাদের মধ্যে দুর্বলতা নয়, বরং শক্তির বৃদ্ধিকারণ।

সুতরাং আজ আমি এমন কিছু বিষয়ে কথা বলতে চাই যা হয়ত অনেকের কাছেই স্পর্শকাতর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি যেমন বলেছি, আজ আমি আন্তরিকতার সাথে বক্তব্য রাখব এবং আমি এটি আমার নিজের জন্য,অতঃপর আমার ভাই ও বোনদের জন্য উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করব।

এই হল বর্তমান মুসলিম উম্মাহর করুণ পরিস্থিতি, আমাদের অবশ্যই তা পরিবর্তন করতে হবে আর ইতিহাস বলে পরিবর্তন সবসময় তারুণ্যের হাত ধরে আসে, যখন আল্লাহ (’আয্যাওয়াযাল) ইব্রাহীম আঃ এর সেই সময়ের কথা বলছেন, যখন তিনি মূর্তি ভাঙ্গার মত তার জীবনের একটি পর্বতসম অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন একটি কাজ করলেন, তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

“কতক লোকে বললঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়।” [সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৬০]

সুতরাং ইব্রাহীম আঃ তখন তরুণ ছিলেন। আর গুহাবসী তরুণদের সেই অতি পরিচিত কাহিনী, যাদের নামে একটি পূর্ণ সূরার নামকরণ করা হয়েছে, সূরা কাহাফ, তারাও তরুণ ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবীরাও তরুণ ছিলেন। তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে তরুণরাই সবসময় পরিবর্তনের গুরুদায়িত্ব বহন করছে।

এখন পরিবর্তনের এই সময়ে আপনার ভূমিকা এবং আপনার সম্ভাবনাটুকু বুঝতে হলে আপনি কে ও কোথায় আছেন তা প্রথমে ভালোভাবে অনুধাবনকরার চেষ্টা করতে হবে।

ভাই ও বোনেরা, আমরা এমন একটি সন্ধিক্ষণে আছি যখন ইসলামের পুনর্জাগরন হচ্ছে, আর একথা বলার পিছনে একটি প্রমাণ আছে, আমি শুধুমাত্র উম্মাহর জন্য আমার আশা কিংবা স্বপ্ন থেকেই তা বলছি না, এর পিছনে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ একটি সহীহ হাদিসে বলেছেনঃ *"প্রতি ১০০ বছরে আল্লাহ ('আয্যাওয়াযাল) এমন একজন (বা একদল) কে পাঠাবেন যে দ্বীনকে পুনর্জীবিত করবে।"*

আমরা যদি এখন অতীতে ফিরে যাই এবং দেখি যে কখন সত্যিকার অর্থে ইসলামিক খিলাফতের পতন ঘটেছে, তবে দেখতে পাব যে তা হয়েছে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে শেষ ইসলামিক খিলাফতের (উসমানী খিলাফত) সমাপ্তি হয়। তখন থেকে আমরা আর কোন খলিফা পাই নি বরং পশ্চিমাদের থেকে ধার (সত্য বলতে ধার করে নয়, আমাদের উপর তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে) করে জাতীয়তাবাদী দেশ ব্যবস্থা চালু করেছি।

তখন থেকেই মুসলিম উম্মাহ এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশে জীবন যাপন করছে। আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদিসটিকে এই ভাবে গ্রহণ করতে পারি যে, আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিষয়গুলোকে পুর্ণজীবন দান করবেন যেগুলোর পুনরায় সক্রিয় করা দরকার, যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন দিক হচ্ছে শারীয়াহ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ *"ইসলামের এক একটি ইবাদত একের পর এক ভেঙ্গে পড়বে, প্রথমটি হবে শারীয়াহ এবং শেষেরটি হবে সালাত।"*

সুতরাং হাদিসটি অর্থ যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে আল্লাহ দ্বীনের এক একটি বিষয় আমাদের জন্য পুণর্জীবিত করে দিবেন, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল শারীয়াহ, যেমনটি আমি আগেও বলেছি। কাজেই শেষ ইসলামিক শারীয়াহ যেহেতু ১৯২৪ থেকেই অনুপস্থিত, আমরা আশা রাখি যে, সেই দিনটি থেকে ১০০ বছর পূত্রি দিনটি ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের জন্য খিলাফতের আদলে শারীয়াহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দিবেন। আর তার মানে হল আল্লাহর ইচ্ছায় তা ২০২৪ এর আগেই হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব এর খবর জানে না, কিন্তু আমরা এমনটি সেই হাদিস থেকে বুঝে নিতে পারি যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজাল আমাদের ১০০ বছরের বেশি খলিফা বিহীন রাখবেন না। সুতরাং আমারা ইসলামিক পুনঃর্জাগরণের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি; যে জাগরণ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জাগরণই হবে না বরং তা হবে ইসলামি হুকুমতের পুনঃর্জাগরণ, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর মধ্যে এবং সেই সব জায়গায় যেখানে যেখানে জাগরণ দরকার।

আজ প্রতিনিয়ত আরও অনেক বেশি মুসলিম এই উপসংহারে উপনীত হচ্ছে যে, জিহাদ আমাদের পুনঃর্জাগরণ ও মুসলিম পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য, আর দখলদার শত্রুদের বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে এবং তাগুত জালিম শাসকদের বিরুদ্ধেও।

বর্তমানে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও তাদের ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে দ্বীনের পথে দীর্ঘ সময় কষ্ট অতিক্রম করার পরে এই উম্মাহর জন্য নতুন একটি ইতিহাস তৈরি করার দিকে এগুচ্ছেএবং ভবিষ্যতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখবে। কাজেই আপনাদের অবস্থান আপনাদের নিজেদের বুঝতে হবে, আপনারা এখন একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন, একেবারে মধ্যমঞ্চে, এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে হয়ত আপনারা ইতিমধ্যে ব্যাপারটি বুঝে ফেলেছেন যে পৃথিবীর এই জায়গাটিতেই ইতিহাসের নতুন মোড় রচিত হতে যাচ্ছে আর সমগ্র পৃথিবী তা খুব মনোযোগের সাথে দেখছে, বর্তমানে যে অব্যবস্থাপনা আর টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে তা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। পরিবর্তন আনার যে প্রক্রিয়া তা পরিবর্তনের সাথে এই অব্যবস্থাপনা আর টালমাটাল অবস্থাও নিয়ে আছে, যা কিনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় বা কাম্যও নয়, কিন্তু শেষেতক যে সফলতা ধরা দেয় তার জন্য আমাদের সবারই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের পক্ষে এটা আর বলা সম্ভব নয় যে, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব এবং বর্তমান পরিস্থিতির আর কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কেননা, আমরা এখন যেভাবে আছি তা ভয়ঙ্কর, ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন আবশ্যক।

এখন, মুসলিম হিসেবে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর পৃথিবীর জীবন মানেই ভালো এবং মন্দের দন্দ্ব। এটাই মানবজাতির ইতিহাস, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত, ভালো শক্তির সাথে মন্দ শক্তির পারস্পরিক সংঘষের্র ঘটনাপ্রবাহ।

তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের নিজেকে নিজেদের যাচাই করতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে, 'আমি কি সেই বিশাল নেয়ামতের হকদার হব যাকে আল্লাহ দ্বীনের পুনর্জীবনের জন্য বাছাই করবেন? নাকি আমি নিষ্ক্রিয় একজন দর্শক হয়ে দেখব যে আমার চারপাশে আমার ভাইয়েরা জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করে নিচ্ছেন?'

কারণ যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য নিজেদের জীবন, সম্পদ, সময় এবং পাথেয় আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জালের জন্য ব্যয় করবে, আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল তাদের অপরিসীম নেয়ামত দান করবেন। এই উম্মাহর সবচেয়ে ভাল হল তার শুরু এবং শেষ, কেননা এই উম্মাহর শুরু হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে এবং শেষ হবে ঈসা আঃ এর মাধ্যমে। কাজেই ঠিক যেমন মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে ইসলামে ঝান্ডার নিচে যুদ্ধকারীরা এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তেমনি ঈসা ইবনুল মারিয়ামের আঃ সাথে জিহাদকারীরাও এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে বিবেচিত হবেন।

কিন্তু এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে কিছু অতি প্রয়োজনীয় ধ্যাণ ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে। আপনি জানেন আমরা দীর্ঘদিনের লালিত কিছু ভুল ধারণা এবং ভুল বুঝির বেড়াজালে আটকা পরেআছি, কাজেই কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলোকে আমাদের সংশোধন করে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং পরিবর্তন আনার জন্য সেগুলোর যথার্থধারণা থাকতে হবে।

প্রথম বিষয়ঃ

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল এটা বোঝা যে, ইসলাম একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম শুধুমাত্র সলাত এবং সওমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে পালন করার জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়, এমন ধর্মও নয় যা শিক্ষা দেয় যে, 'ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দাও আর সিজারের পাওনা সিজারকে দাও'। মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ দ্বীনের কিছু দিক নিয়েই খুশি আছে, কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ বা উম্মাহকে আল্লাহর শারীয়াহর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সক্রিয় কোন কাজ কর্মে তারা একেবারেই গাফেল।

একটা খুব প্রচলিত ভুল ধারণা হল, আামাদের চারপাশে যা কিছু হচ্ছে তার বেশিরভাগ নিয়েই ইসলামের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এটা অনেকটা সেই রকমের যেভাবে চার্চ এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। ভাইয়েরা, যখনএই(আল্লাহ এবং দ্বীনের শত্রু) দুষ্কৃতিকারীরা মুসলিম উম্মাহর শাসনভার গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শারীয়াহকে বাতিল করে মানব রচিত আইনকে বাস্তবায়ন করে; যখন তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী ও খ্রিষ্টান প্রভুদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী আর পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, যখন উম্মাহর সম্পদ লুণ্ঠিত হয় ও জুলুম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখনও কি মনে করেন ইসলামের এই সব ব্যাপারে কিছুই বলবার নেই?

আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবার জন্য এবং এই কারণেই আমাদের সকল কাজই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজাল বলেনঃ

"যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারাই কাফের।" [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৪৪]

আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামরে দিক নির্দেশনা আছে, রাজনীতি, অর্থনীতি, আধ্যাত্মিক ও ব্যাক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ইসলামের সম্পৃক্ততা আছে; কুরাআন জীবনের হুকুম আহকামে পরিপূর্ণ, রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসও। এটা ভুললে চলবে না যে রসূলুল্লাহ ﷺ একজন রাষ্ট্রনায়ক ও যোদ্ধা ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ইমমতি করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, বিচারকার্য করেছেন, পরিবারকে সময় দিয়েছেন, আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল এর পক্ষ থেকে আইন বাস্তবায়নও করেছিলেন, যেহেতু আমরা জানি যে রসূলুল্লাহ যা কিছু বলেছেন তা কেবল মাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই বলেছেন। যখন একজন সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে অভিযোগ করল যে, কুরাইশরা তাকে এই বলে উপহাস করে যে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন তার সবই লিখে রাখেন।তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ

"লিখে রাখ [আর নিজের জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন] আর বললেন, তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, এখান থেকে সত্য ব্যতিত আর কিছুই বের হয় না।"

দ্বিতীয় বিষয়ঃ

সুতরাং এখান থেকে যে দ্বিতীয় ধারণাটি পাওয়া যায় তা হল পৃথিবীতে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের হুকুম ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের যথাসাধ্য পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এটা বিশ্বাস করি যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন, তাহলে আমাদের আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, আমাদের জীবনে শরীয়াহর প্রয়োগকে ফিরিয়ে আনতে হবে, ইসলামিক খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই গুলো কোন আমাদের স্বেচ্ছাধীন কোন কাজ নয় বরং আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য, জমিনে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের হুকুমত ফিরিয়ে আনতে আমাদের একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না।" [সূরা ইউসূফঃ আয়াত ৪০]

তৃতীয় বিষয়ঃ

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের তাওহীদের মূলনীতির অংশ, 'আল ওয়ালা' ওয়াল বারা''। এই মূলনীতির শিক্ষা হচ্ছে একজন মুসলিমকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে আর কাফেরদের পরিত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর মানুষ বর্ণ ও সংস্কৃতিতে, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু কুরআন আমাদের ঈমানদার এবং কাফির (মু'মিন ও কাফির) এই দুই দলে বিভক্ত করেছে। মু'মিনগণ যে গোত্রের বা বর্ণেরই হোক না কেন তারা একটি জাতি এবং কাফিরদের থেকে পৃথক।

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বলেনঃ **"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"** [সূরা হুজরাতঃ আয়াত ১০]

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল আরও বলেনঃ **"নিশ্চয়ই তোমরা একটি জাতি।"** [সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৯২]

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল আরও বলেনঃ **"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।"** [সূরা তাওবাঃ আয়াত ৭১]

আল্লাহ বলেনঃ **"আর যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের সাহায্যকারী।"** [সূরা আনফালঃ আয়াত ৭৩]

তাই একজন ভারতীয় মুসলিম আপনার ভাই কিন্তু একজন পাকিস্তানী হিন্দু নয়। ইসলামের মূলনীতি এই আক্বিদাহ কোন ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণমৌলিক বিষয়। আপনি যদি এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের প্রাচুর্য দেখেন তাহলেই তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বলেনঃ

"মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদেও শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদেও প্রতি বন্ধুত্বেও বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদেও কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার কওে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদেও পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার সনতুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদেও প্রতি গোপনে বন্ধুত্বেও পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদেও মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদেও শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে

তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোন রূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও।" [সূরা মুমতাহিনাঃ আয়াত ১-২]

এইগুলো আল্লাহর কথা। আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার করে বলছেন আমেরিকার দূরভিসন্ধি, ভারতের দূরভিসন্ধি, ইংল্যান্ডের দূরভিসন্ধি, আর তা হল যদি তারা আপনাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে তবে তারা আপনাদের শত্রু হিসেবে মারবে এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের হাত প্রসারিত করবে ও জিহ্বাকে মন্দ কথায় নিযুক্ত করবে, আর তারা তো চায় যে আপনারা তাদের মতই কুফরীতে লিপ্ত হন। তারা এটাই চায়, তারা চায় যে মুসলিমরা যেন তাদের দ্বীনের কিছু অংশ ঝেড়ে ফেলে দেয়, তারা শরীয়াহ' পছন্দনা করে, তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পছন্দনা করে, তারা ওয়ালা ওয়া বারাআ' পছন্দনা করে, তারা আমাদের দ্বীনের এই দিকগুলোকে পরিবর্তন করতে চায়, আমরা কি তাদের সেটা করতে দেব?

যদিও ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন কারণ আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত জ্ঞানে জানেন যে ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে। আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল জানেন যে আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় তাদের সাথে একটি বিশাল সময় ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব।

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদেও মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৫১]

এখন আমাদের (দেশের মুরতাদ) সরকারগুলো পশ্চিমাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের নোংরা কাজগুলো সমাধা করছে। জেলখানা গুলোতে আর জায়গা নেই, মুসলিমরা তাদের নিজেদের দেশে নিজেদের সরকারের দ্বারা নিহত হচ্ছে, কারণ আমেরিকা আমাদের সরকারদের তেমনই নির্দেশ দিচ্ছে। আর তারা আমেরিকার পুতুল হবার পিছনে যে খোঁড়া যুক্তি দিচ্ছে তা হল, তারা এমন করছে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ এই অযুহাতকে গ্রহণকরবেন না।

আল্লাহ বলেনঃ **"বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।"** [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৫২]

অর্থাৎ আল্লাহ সেই সব জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে, অথবা অর্থনৈতিক ধ্বসের মাধ্যমে, অথবা নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, অথবা অন্য আরও হাজারো ভাবে- কেননা সব কিছুই আল্লাহর সৈন্য হিসেবে কাজ করতে পারে।

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁর সেনাদল সম্পর্কে অবগত নয়।" [সূরা মুদ্দাসসীরঃ আয়াত ৩১]

আল্লাহ বলেনঃ **"... ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।"** [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৫২] তারা অনুতপ্ত হবে এই জন্য যে তারা আমেরিকার সাথে সহযোগী হয়েছিল, অনুতপ্ত হবে এই কারণে যে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে অনুতপ্ত হবে।

কোন সরকারেরই যেকোন প্রকারের খোড়া যুক্তি দেখিয়ে আমেরিকা যা বর্তমানে চালিযে যাচ্ছে, তাতে তার সহযোগীতা করার কোন অযুহাত পেশ করার সুযোগ নেই। আর যে সরকার তা করছে তারা মুনাফিক সরকার এবং তাদের অপসারণ জরুরী।

আমরা তাওয়াক্কুল আর আল্লাহর উপর ভরসার কথা বলি, কিন্তু আমাদের যদি বাস্তবিকই আল্লাহর উপর প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করে থাকি তবে আমাদের উচিত আল্লাহর শত্রুদের থেকে আমাদের পূর্ণ অস্বীকৃতি পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা। আর আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের উপরই ভরসা করতে হবে এবং তার ব্যবহার করতে হবে।

এই উম্মাহ দুর্বল নয়! তারা সবল! এই উম্মাহকে জনশক্তি, উর্বর ভূমি, তেল আর ভৌগলিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যেমে আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল সম্পদশালী করেছেন। আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, একত্রিত হতে হবে আর আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের নাযিলকৃত কিতাব অনুসরণ করতে হবে, আর অনুসরণ করতে হবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের। আমাদের পূর্ব বা পশ্চিমের কারও সাহায্য দরকার নেই। আমাদের ইউ.এস. বা ইউ.এন. এরও দরকার নেই। আমরা যদি আল্লাহর উপর আামাদের বিশ্বাস স্থাপন করি তবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় একা ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তাকে মদীনাতে ঘিরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু তাকে বিজয় দেয়া হয়। তার আগে মুসা আঃ তার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবহিনীর মোকাবেলা করেন, ফেরাউনের সেনা, কিন্তু তাকে বিজয় দান করা হয়েছিল। আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) দ্বীনত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেছেন, তিনি তার সময়ের (তথাকথিত) দুই সুপার পাওয়ার পারস্য এবং রোমানদের সাথে লড়াই করে জয় লাভ করেছেন্ এই লড়াই গুলো তিনি একটার পর একটা করেননি বরং একই সাথে লড়েছেন। আমরা দুর্বল নই, যথেষ্ট সবল, কিন্তু আমাদের ঈমানে দুর্বল। এটাই আমাদের সমস্যা।

রসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ *"তোমাদের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর জন্যই ভলোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করবে, আল্লাহর জন্যই দান করবে এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকবে।"* যখন একজন ঈমানদার সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় যেখানে তার হৃদয় কেবল মাত্র আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের সন্তুষ্টিতেই মগ্ন থাকে, সেইটাই প্রকৃত ঈমান। কাজেই আপনি কোন মানুষকে এই কারণে ভালোবাসবেন না যে সে আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করে, বা তার কাছ থেকে আপনি জাগতিক কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন, বরং তাকে এই কারণে ভালোবাসুন যে সে মুসলিম, সে একজন ঈমানদার, সে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের কাছের মানুষ এবং তাকে আল্লাহর কারণেই ভালোবাসুন। আর যখন আপনি কোন মানুষকে অপছন্দ করবেন তখন এই কারণে করবেন না যে সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে, বা আপনার কোন ক্ষতি করে বা আপনার কোন দুনিয়াবী সমস্যার সৃষ্টি করে, বরং তাকে এই কারণে অপছন্দ করুন যে সে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজালের আদেশ মান্য করে না। আর আপনি যখন দান করবেন তখন তা আল্লাহর জন্যই করবেন, এমন কাউকে আপনি দিবেন না যার মাধ্যমে আপনার দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিল হবে, বরং তাকে দিন আল্লাহ 'আয্যাওয়াজালকে খুশি করার জন্য; এমন কাউকে দিন যার প্রয়োজন আছে; সে দরিদ্র এবং এ কারণে যে তার প্রতিদান আপনি আল্লাহ 'আয্যাওয়াজালের কাছে প্রার্থণা করবেন। আর যখন আপনি দান থেকে বিরত থাকবেন তখনও তা আল্লাহরই জন্য। এটাই ঈমানের উচ্চ স্তর। আর সেই স্তরে না পোঁছা পর্যন্ত আপনি সত্যিকার ঈমানের দাবীদার হতে পারবেন না। আপনার দুনিয়াবী দৃষ্টি ভঙ্গিও হবে আল্লাহ 'আয্যাওয়াজালকে রাজি করবার জন্য। আপনার চোখে যে চশমা আপনি লাগাবেন তা কোন কিছুকে আপনার জন্য শুধু একারণেই সন্তোষজনক করে উপস্থাপন করবে যে, আল্লাহ সেটার উপর সন্তুষ্ট আছেন। আর কোন কিছুকে আমাদের কাছে অসন্তোষজনক ভাবে উপস্থাপন করবে এই জন্যই যে তা আল্লাহর কাছেও অসন্তোষজনক। আমাদের মধ্যে কতজন আছি যারা এই অবস্থানে আছি? আমাদের সকলেরই এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থ বিষয়ঃ

চতুর্থ বিষয়, যে ব্যাপারে লোকেরা কথা বলা তেমন একটা পছন্দ করে না; তা হল জিহাদ; আরও নির্দিষ্ট করলে স্বশস্ত্র জিহাদ। কিয়ামাত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। এটাই রসূলাল্লাহ ﷺ এর ওয়াদা, আগেও জিহাদ ছিল, আজকেও চলছে এবং সামনেও জিহাদ চলতে থাকবে। এটা এমন একটা বিষয় যা পশ্চিমারা পছন্দ করে না আর আমাদের সরকার প্রধানরাও

শুনতে চান না। কিন্তু এটা ইসলামেরই একটি অংশ এবং কুরআনে এই বিষয়ে শত শত আয়াত আছে, রসূলের ﷺ শত শত হাদীস আছে, আর কেউ তা মুছে দিতে পারবে না।

মুসলিম হিসেবে আমরা তাই অনুসরণ করব যা আল্লাহ 'আয্‌যাওয়াজাল এবং রসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আশা করেন। আর আমরা যে দুনিয়ায় বসবাস করছি তা আখিরাতের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপনকারী ব্রিজ। আমরা বেঁচে থাকবার জন্য এই দুনিয়ায় বসবাস করি না। কারণ কি আছে এই দুনিয়ায়? এটি তো খুবই ছোট একটি জীবন, আর এই জীবনে তা আমাদের খুব অল্পই দিতে পারে; আর যে মুসলিম জান্নাতের নিয়ামত জানে এবং জাহান্নামের ভয়াবহতাকে জানে তার শুধু দুনিয়ার নামমাত্র ভোগবিলাসের জন্য দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আর কোন চাহিদাই থাকে না।

তাদের কথা শুনবেন না যারা জিহাদের অর্থ পরিবর্তন করতে চায়, জিহাদ থেকেস্বশস্ত্র যুদ্ধকে বাদ দিতে চায়। তাদের কথাও শুনবেন না যারা বলে যে আমরা দুর্বল, আর তাই এখন আমাদের জিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদেরকে তাদের মত থাকতে দিন আর আপনি আপনার নিজের নাজাতের জন্য আল্লাহর প্রতি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করুন। আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল বলেনঃ

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিমমাদার নন! আর আপনি মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদেও শক্তি-সামর্থ্য খর্ব কওে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যে দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৮৪]

কাজেই আল্লাহ বলছেন, "কাফিরদেরশক্তি-সামর্থ"- অর্থাৎ তাদের সেনাদলের যে শৌর্য্য-বির্য যেমন তারা প্রদর্শন করে আর যেমন আমরা দেখে থাকি, তাদের শক্তিশালী যুদ্ধবিমান, তাদের সমুদ্রের ক্যারিয়ারগুলো, তাদের সর্বাধুনিক উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র সজ্জিত সেনা, তাদের উন্নত মিসাইল, এই-ই হচ্ছে তাদের শক্তিমত্তা!

এখন, আমরা কিভাবে তাদের এই শক্তিমত্তাকে কাবু করতে পারি? স্বন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে? নাকি আত্মসম্পর্নেরে মাধ্যমে? তাদের তোষামোদি করে? আল্লাহ 'আয্‌যাওয়াজাল কুরআনে তার ফয়সালা দিচ্ছেনঃ **"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, ...শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদেও শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।"** [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৮৪]

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আমরা যদি কুরআনের দিকে ফেরত যাই তবে আমরা তার উত্তর ঠিক ঠিক পেয়ে যাব। কিন্তু সমস্যা হল আমরা আমাদের নিজস্ব মতামত ও ইচ্ছা অনিচ্ছাকেই প্রাধান্য দেই, আমাদের কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে বেড়াই, আমরা যা ঠিক-বেঠিক মনে করি তাই অনুসরণ করি_ আমরা এটা দেখি না যে আল্লাহ আমাদের জন্য কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক বলে রায় দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যদি আজ আমরা জিহাদ না করি, তবে আর কবে করব?

মুসলিম ভূমিগুলোকে জবর দখল করা হয়েছে, চারিদিকে অন্যায় অত্যাচার চলছে, কুরআনের শাসনকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, আজকের চেয়ে জিহাদের জন্য উপযুক্তসময় আর কোনটি?

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদেও জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ কওে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ৭৫]

রসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের রোগ এবং তার প্রতিকার দুটোই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ *"যদি তোমরা বাই'য়াল 'ইনা (এক ধরনেরসুদের ব্যবসা), চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড় এবং গরুর লেজের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে যাও (অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়), এবং আল্লাহর জন্য জিহাদ করা পরিত্যাগ কর, আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল তোমাদের অপমানিত করবেন এবং সেই অপমান ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে উঠানো হবে না যতদিন না তোমরা তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন কর।"* এই হাদিসটির উপরে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এখানে আমাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, গরুর লেজের অনুসরণ করছি এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে পরিত্যাগ করেছি এবং সেই কারণেই আজ আমরা অপমানিত এবং অপদস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি এবং এই অপমান তুলে নেয়া হবে না; এই অপমান প্রযুক্তি দিয়ে অপসারিত হবে না, ইঞ্জেনিয়ার বা ডাক্তার হওয়ার মাধ্যমে অপসারিত হবে না। আমি একথা বলছি না যে আমাদের দুনিয়াবী শিক্ষার দরকার নাই, আমি শুধু বলতে চাই যে, আমাদের মুক্তির জন্য এগুলো একটির উপরও নিভর্র করার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, এগুলোর মাধ্যমে আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব। আসল উপায় হচ্ছে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করা।

পরিশেষে আমি আবারও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

প্রথম বিষয় হলো এটা মেনে নেয়া যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, জমিনে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নকে ফিরিয়ে আনা, শারীয়াহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

তৃতীয়, আমাদের আল ওয়ালা' ওয়ার বারা' এর ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

আর চতুর্থত, জিহাদই হচ্ছে মুক্তির পথ যা কিনা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

আমরা এই দুআ' করি যেন আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল আমাদের এই আলোচনা থেকে উপকৃত করেন।

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমা করেন, উম্মাহকে একত্রিত করেন এবং বিজয় দান করেন।

আমরা আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জালের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের জান্নাত দান করেন এবং জাহান্নাম হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়া এবং উত্তম বিষয় দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবীর প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।

ওয়াসসালাকুম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহ

প্রশ্ন উত্তর পর্বঃ

প্রশ্নঃ আপনি যেমন বললেন যে জিহাদই আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের মূল উপায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আফগানিস্তানের জনগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে, কিন্তু তারপরও সেখানে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমনটি কেন?

ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ বোন আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির জন্যজাযাকাল্লাহু খাইর ।আমাদের মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, যারা যুদ্ধ করছে কেন তারা জয় লাভ করছে না বা কেন তারা সফলতা পাচ্ছে না? এ ব্যাপারটি আসলে বিশদ আলোচনার বিষয় যেখানে ইসলামে বিজয়ের ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। ইসলামে বিজয় বলতে আসলে কি বুঝায়? এ ব্যাপারে আমি কিছু কিছু পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব যাতে আরও প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। কিন্তু যেমন বলেছি, এর আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত চেষ্টা-সাধনানা করলে আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বিজয় দান করেন না। আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল চান আমরা যে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, দ্বীনের জন্য আমাদের সামথ্যের্র সর্বোচ্চ ব্যবহার করি, এবং কখনও কখনও তিনি আমাদের জন্য বিজয় পাওয়াকে আমাদের কিছু ভুল কাজের জন্যবিলম্বিত করেন। রসূলাল্লাহ ﷺ কে বদরে বিজয় দান করা হয়েছিল, কিন্ত তিনি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের নিয়ে উহুদে পরাজিত হয়েছেন। কেন তারা পরাজিত হলেন? কারণ কেউ কেউ অবাধ্যতা করেছিলেন। তারা খন্দকে জয় লাভ করেছেন, এবং এ জয় তাদের শক্তি দ্বারা আসেনি, তারা জয়ী হয়েছিলেন আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জালেরসাহায্যের মাধ্যমে; বায়ু এবং ফেরেশতারা তাদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তারপর কেন তারা হুনায়ুনের যুদ্ধে পরাজিত হলেন? কারণ সেখানে একটি সমস্যা ছিল, মুসলিমরা তাদের সংখ্যা নিয়ে আত্মগরিমায় ভুগছিল। তারা বলছিল, "আমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে আমরা আজ হারবো না, আমরা তো সংখ্যায় ১২০০০ রয়েছি।" কাজেই তারা তাদের সংখ্যা নিয়ে ধোকায় পড়েগিয়েছিল, যে কারণে তারা পরাজয় বরণ করল। আর আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের সংখ্যা নিয়ে আত্মগরিমায় ভুগছিলে, কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি।" আর আল্লাহ এটাও পরীক্ষা করে দেখতে চান যে আমরাকতটা দৃঢ়পদ থাকি।যুজ আম্মার সুরা বুরুজে বর্ণিতজাতির লোকদের দ্বারা আল্লাহ আমাদের আগুনের গতের্র লোকদের সম্বন্ধে জানালেন। একটি জাতির সবাই মুসলিম হলে রাজা চাইলেন যে তারা ইসলাম ত্যাগ করুক, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তাই রাজা তাদের জন্য গর্ত খনন করে তা কাঠ দিয়ে বোঝাই করল ও আগুন ধরিয়ে দিল। তাতে সে একজন একজন করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল যতক্ষণ না তারা পুরে মারা যাচ্ছিল। তারা রাজার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না এবং শেষ লোকটিকেও আগুনে পুড়ে মারা হল। পুরুষ, নারী ও শিশু সবাইকে পুড়ে মারা হল এবং তারা রাজার বিরুদ্ধে জয় পেল না। বরং রাজাই তাদের বিরুদ্ধে (দুনিয়াবী দৃষ্টিতে) বিজয়ী হল। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে কি বলছেন? এই ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন, "আর সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়"। বিজয় কাকে বলে? যেহেতু তারা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত দৃঢ়পদ ছিল এবং হাল ছাড়ে নি। যদি তারা হাল ছেড়ে দিত, তবে তারা পরাজিত হত। সেটাকেই বরং ক্ষতি হিসেবে দেখা হত। কাজেই এখনও আল্লাহ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন এবং সারা পৃথিবীর মুসলিমদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, কিন্তু একেক জায়গায় পরীক্ষার ধরণ একেক রকম। আফগানিস্তানে তা সরাসরি শত্রুর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে হয়েছে। কাজেই পুরো উম্মাহকেই এখন পরীক্ষা করা হচ্ছে, এবং এখনও আমরা বিজয় পাইনি, কারণ হয়তোবা বিজয় পাওয়ার মতো উচ্চতায় এখনও আমরা পৌঁছাতে পারি নাই আমাদের অপরাধ এবং পাপের কারণে। কাজেই এটি আমাদের সবার জন্যই একটি ইশারা আল্লাহর কাছে তওবাহ করার এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার এবং আমাদের জীবন যাপনকে উন্নত করার। তবে, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্নঃ আমি একজন যুবক এবং আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমার মা বা বোন কিভাবে জিহাদে অংশ নিবেন?

ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ আমার ওয়েবসাইটে একটি কিতাব পাবেন যার নাম হচ্ছে, **'জিহাদকে সহায়তা করার ৪৪টি উপায়'**, যেখানে আমি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করা যায় ও জিহাদকে সহায়তা করা যায় তার আলোচনা করেছি এবং আমার যতদুর মনে পড়ে তার অধিকাংশই এমন যাতে বোনেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কাজেই আমি আপনাকে বলব জিহাদে সাহায্যকারী এই ৪৪টি উপায় এর প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য। আমার এই মুহূর্তে যতটুকু মনে পড়ছে তার থেকে কয়েকটা আমি বলছি। এগুলোর একটি হল দাওয়াহ। আরেকটি হচ্ছে সঠিক আক্বিদা পোষণ করা এবং সব জায়গায় চলমান যুদ্ধ গুলোর সঠিক বুঝ থাকা, অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা, পরবতী প্রজন্মকে (সন্তান সন্ততিদের) জিহাদের সঠিক ইলম দান করা, মিডিয়া ও ইন্টারনেটে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। অনলাইনে

এবং মিডিয়াতে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে; এটি মনস্তাত্তিক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, কারণ আমরা শুধুমাত্র ময়দানের যুদ্ধই করছি না, বুদ্ধি বৃত্তিক যুদ্ধও আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে, আর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বোনেরা অত্যন্ত কার্যকারী ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্নঃ পাকিস্তানের জনগনের প্রতি কিতাল নিয়ে এই মুহূর্তে কি পরামর্শ দিবেন? এবং তা করার জন্য বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গুলোও কি হতে পারে? কারণ এটি কোন ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এটি সামষ্টিক, যা সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ থেকে করতে হবে। সুতরাং আপনি আমাদের কি পরামর্শ দিবেন? আর এর বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গুলোই বা কি হতে পারে?

ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ পাকিস্তানের ভাইদের প্রতি আমার এই পরমর্শই থাকবে যে আপনারা আফগানিস্তানের ভাইদের শারিরিকভাবে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করুন। আজ উম্মাহ যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন লড়াই করছে তার একটি হল আফগানিস্তানে, যা কিনা ধীরে ধীরে পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ছে, অপরটি হচ্ছে ইরাকে। যে কিনা শারিরিকভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে তার তাই করা উচিত। আর যে তা পারবে না তার অন্য সকল উপায়ে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত। আমরা এমন একটা পর্যায়ে আছি যখন এই জিহাদের সহোযোগীতা করা প্রত্যেকের উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটি এখন আর ঐচ্ছিক বা পরামশের্র পর্যায়ে নেই। আর যখন কোন কাজ অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় তখন তা না করা, বা তাতে অংশীভূত না হওয়া গুনাহের পর্যায়ে পড়ে, শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এই বিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন, আর তা হল এই যে, দখলদারদের কাছ থেকে প্রতিটি মুসলিম ভূ-খন্ড উদ্ধার না করা পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিমের উপর কিতাল বা জিহাদ ফরয।

প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন বর্তমান বিশ্ব নিয়ে, এখন মুসলিম দেশগুলো জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে দেশে দেশে আলাদা হয়ে পড়েছে, তারা এখন আলাদা আলাদা আর শত্রুরা আমাদের একটা একটা করে ভূ-খন্ড দখল করে নিচ্ছে। সত্যি বলতে কোন একক দেশের মুসলিমদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করার শক্তি বা সামর্থ্য কোনটাই নেই। এই অবস্থায় আগের সেই মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টান্ত হারিয়ে গেছে, কাজেই আপনার মত অন্যান্য মুসলিম আলেম, নেতৃ বৃন্দদের বাস্তব পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত যাতে করে আমরা আবার একত্রিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমন চালাতে পারি?

ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ জাযাকাল্লাহু খাইর যে আপনি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। অবশ্যই উম্মাহ হিসেবে আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কি আমরা আমাদের জিহাদ বন্ধ রাখব? প্রকৃত ব্যাপার হলো এখন জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে। মুসলিম দেশগুলো একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে আর আমরা শুধু আমাদের দেশের স্বাধীনতাই না বরং আমাদের পরিচয়ও হারাতে বসেছি। এখন একটি প্রচেষ্টা চলছে মুসলিমদের দ্বীন সম্পর্কে ধারনা পরিবর্তন করার, পশ্চিমা শক্তি গুলো তাদের অপছন্দনীয় ইসলামিক বিষয়গুলো পরিবর্তনের জন্য কথিত মনস্তাত্তিক লড়াই এ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। তারা চায় একটি প্রসন্ন ক্ষমাপরায়ন ইসলামের প্রচলন ঘটাতে, যে ইসলাম কারো জন্য হুমকি হবে না; এমন ইসলাম যেটি তাদের আমাদের ভূমিতে তাদের ইচ্ছা মত সাম্রাজ্যবাদীতার প্রসার ঘটাতে বাঁধা দিবে না। সুতরাং পরিস্থিতি এমন যে, উম্মাহর একিভূত হবার জন্য অপেক্ষা করার মত স্বাচ্ছন্দ্য বা সময় কোনটাই আর আমাদের নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই আমাদের পাল্টা আক্রমন চালাতে হবে এবং তার সাথে আমি আরও একটু যোগ করব, যদিও আমরা এখন বিচ্ছিন্ন আছি এবং উম্মাহ হিসেবে আমাদের প্রচুর সমস্যা আছে, তথাপি; আফগানিস্তানে, সোমালিয়ায়, ইরাক এবং চেচনিয়ায় খুবইক্ষুদ্র দল প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, আর আমরা দেখছি যে তারা তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা জয়ও পাচ্ছে। তা এটাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল তাদেরকে সহযোগীতা প্রেরণ করছেন, এবং এটাই প্রমাণ যে আমরা যদি একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করি তবে আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল আমাদের বিজয় দিবেন। যদিও তাতে বেশ কিছু সময় লাগতে পারে, কিন্তু সত্য হল, ক্ষুদ্র দলগুলোই প্রতিরোধ ধরে রেখেছে এবং পশ্চিমারা তাদের থামাতে বা পরাজিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে, আর তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উম্মাহ সংখ্যায় যত কমই হোক, যত কম রসদই থাকুক, বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম।তবে, আল্লাহইসবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্নঃ আমি আশা রাখি আপনার মত একজন আলেম এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে পারবেন যে পাকিস্তানের অনেক দল স্কুলে বোমাবাজি করছে, আমরা সোয়াতে দেখেছি **১৯১**টি স্কুলে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, আর তারা বলছে এটি জিহাদ, কিন্তু তারা তাদের স্বদেশী জনগনকে হত্যা করছে, আর প্রতিদিন এখানে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, তাই আমাদের সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে হবে জিহাদ কি, এটি তো একজন কেন্দ্রিয় নেতার অধীনে হওয়া উচিত এবং যে কেউ চাইলেই ছোট ছোট দল করে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। কাজেই আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারতেন।

ইমাম আনয়ার আল-আওলাকিঃ এই ব্যাপারি আমি দুটি বিষয় উত্থাপন করব। প্রথমটি হল, যেখানেই ফি সাবিলিল্লাহ জিহাদ হবে সেখানেই আপনি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপস্থিতি দেখতে পাবেন। আমি সোয়াতের চলমান ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু পড়ছি এবং যা কিছু শুনছি তার প্রায় পুরোটাই পশ্চিমা মিডিয়ার বরাতে এবং তার উপর ভিত্তি করে কোন রায় দেয়া আমার জন্য কঠিন। অবশ্যই পশ্চিমা মিডিয়া এই প্রচার করছে যে এই স্কুলগুলো ছিল মেয়েদের এবং ইসলাম মেয়েদের পড়াশোনার বিরুদ্ধচারণ করে, কিন্তু অন্য পক্ষের খবরে জানা যায় যে (যা কিনা ঐ এলাকা থেকেই আসা খবর হবার কথা) ঐ স্কুলগুলো ছিল সরকারী সেনাদের বাঙ্কার; যাই হোক না কেন, এত দূরে থেকে ঘটনা সম্পর্কে সত্যতা বা নিঁখুত বর্ণনা না জেনে আমার পক্ষে কোন কথা বলা কঠিন হবে, তবে সাধারণ ভাবে আমাদের উচিত হবে মুজাহিদীনদের সাহায্য করা এবং বাইরে থেকে আগত দখলদার পশ্চিমাদের বের করে দেয়া। আর মুসলিম হিসেবে জাতিগত স্বত্তা গড়ে তোলাও আমাদের কর্তব্য, একটি অভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতি সত্তা যেটা কিনা অন্য রা তাদের খেয়াল খুশি মত নির্ধারণ করে দিবে না। আর আমাদের দেশগুলোতে আল্লাহর শারীয়াহ ফিরিয়ে নিয়ে আসাও আমাদের কর্তব্য। আর তা করতে গিয়ে আমরা কখনও সব সময় একেবারে নিখুঁত হতে পারব না। আমরা রসূলাল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবাদের ১৪০০ বছর পরের জামানায় আছি। কাজেই আমাদের কাজে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকবে, যেমনটি প্রত্যেক ইসলামিক দলগুলোর আছে এবং প্রত্যেক ব্যাক্তি মাত্রেই আছে। কাজেই আমরা যাই করি না কেন, তা নিখুঁত হবে না। কিন্তু আমাদের আরও ভাল করার চেষ্টা সবসময় করতে হবে এবং আমাদের সবসময় শিখতে হবে, শাইখ এবং ইলমের ছাত্রদের মুজাহিদীনদের নাসিহাহ করতে হবে, উপদেশ দিতে হবে এবং শিক্ষিত করতে হবে এই বিষয়ে যে কিভাবে আরও ভাল করা যায়। কিন্তু যখন দেখি আলেমরা জিহাদের ময়দান থেকে দূরে সরে থাকা শুরু করেছেন এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে বলছেন, তখন আমরা যুবক মুজাহিদীন ভাইদের ভুলের জন্য দোষ দিতে পারি না। এটি মূলত আলেমদেরই দায়িত্ব যে তারা শিক্ষা এবং নাসিহাহ দিবেন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করবেন এবং ভাইদের শারীয়াহ মোতাবেক উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।